টো | কি | ও

প্রবাসে বাংলাদেশ

বাইরে থাকলেও দেশের কথা মনে পড়ে। প্রবাসীরা ভোলে না দেশের কথা। আয়োজন করে নানা বাংলা উৎসব আর অনুষ্ঠানের...

টোকিও থেকে লিখেছেন **কাজী ইনসান**

৪ ফেব্রুয়ারি টোকিওর ওয়াসেদা রিসা রয়েল অডিটোয়ামে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচনা ও আলোচনা শেষে বাংলাদেশের গান নিয়ে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিল্পী সাইম রানার গান ও তবলাবাদক আবদুর রহমানের তবলবাদন জাপানের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আলোচনা সভায় প্রায় ২ হাজার বছরের জাপানের বৌদ্ধ-সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সোমিওর বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়। এই প্রকাশনার বিশেষত্ব হিসেবে বৌদ্ধসূত্রের প্রাচীন সুরকে যথাযথ সংরক্ষণের পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক নোটেশনসহ আধুনিক মননে সংস্কার করা হয়, যা জাপানিজ ট্র্যাডিশনাল মিউজিকের অন্যতম প্রধান দলিল হিসেবে মূল্যায়িত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বৌদ্ধ সিঙ্গন সেক্টর প্রধান প্রেইস্ট তোরি স্যুনিও। এছাড়া হায়াসি রিওকোও, ওনোজুকা কিচোউ, সুগানো স্যুকো, টোকিও আর্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নোহ্ থিয়েটার বিশেষজ্ঞ ও মিউজিকোলজিস্ট ইয়োকোমিচি মারিও স্যুচিন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও সঙ্গীতজ্ঞ সোয়োনো চিজুও এবং টোকিও কালচারাল প্রোপার্টিং ইনস্টিটিউট কর্মকর্তা সাতো মিচিকো।

অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো আলোচনা শেষে concert of Bangla song 2006 শিরোনামে বাংলাদেশের সঙ্গীত পরিবেশন। আলোচনা শেষে নির্ধারিত সময়ে শিল্পী সাইম রানা মঞ্চে আসেন। অতঃপর Joyetsu University of education-এর সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক ও মিউজিকোলজিস্ট মোতেগি কিয়োকো শিল্পীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, Bunka-cho Artists Scholarship 2005-এর অধীনে জাপানের ট্র্যাডিশনাল সঙ্গীত ও ইন্সট্রুমেন্ট বিষয়ে গবেষণারত সাইম রানা সোমিওসহ অন্যান্য বিষয়েও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন এবং বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে তুলনামূলক গবেষণা করছেন। শিল্পীরা জাপানে অবস্থান এবং তত্ত্বাবধান বিষয়ে ক্যারিয়োবিংগা বুদ্ধিস্ট রিসার্চ সোসাইটির তত্ত্বাবধায়ক ওয়াসেই হিরাইকে কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া বাংলাদেশের বাউল গান এবং ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পাশাপাশি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত শিল্পী আব্দুল রহমান এবং Jisyouji Temple in shingon school Busan scet এ প্রধান শিল্পী Saito Setsujyo-কে পরিচয় করিয়ে দেন। শিল্পী সাইম রানা রবীন্দ্রনাথের 'দাঁড়াও আমার আখির আগে', হাসন রাজার 'আগুন লাগাইয়া দিলো কোণে' এবং লালন সাঁইয়ের 'মিলন হবে কতো দিনে' পরিবেশন করেন। উল্লেখ্য, তবলায় আব্দুর রহমান এবং তানপুরা ও গোপীযন্ত্রে সহযোগিতা করেন সাইতো সেতুসুজিয়ো। অনুষ্ঠানের সুভ্যেনির এই শিল্পীদেরসহ লালন সাঁই, রবীন্দ্রনাথ এবং হাসন রাজার সংক্ষিপ্ত জীবনী, গানের ভাষান্তর এবং বাউল গানের প্রবণতা বিষয়ে ইংরেজি ও জাপানিজ ভাষায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে শিল্পী সাইম রানা দি চুগাই নিপ্পোর সাংবাদিক জুন আমাগাতাকে জাপানিজ সোমিও এবং বাংলাদেশী সঙ্গীত বিষয়ে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন টোকিও-র ক্যারিয়োবিংগা বুদ্ধিস্ট রিসার্চ সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ।

kaziensan@gmail.com

রো | ম

ইটালিয়ান ফুটবলে বাংলাদেশী দল

ইটালিতে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ সরকারের সহযোগিতায় ইটালিতে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের নিয়ে ২০০১ থেকে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা চলে আসছে। ইটালিয়ান জাতীয় দলের ফুটবলার ফ্রানসিসকো টোট্টির সহযোগিতায় ও তত্ত্বাবধানে বৃহত্তর ঢাকা সমিতি, রোম, ইটালির সঙ্গে যৌথভাবে ২০০১ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত নিয়মিতভাবে বিশ্বকাপ ফুটবলে অংশগ্রহণ করে আসছে। ২০০৫ সালের প্রবাসী দেশে দলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও আলজেরিয়া, সাউথ কোরিয়া, ক্রোশিয়া, ইকুয়েডর, ইজিপ্ট, ইথোপিয়া, ফ্রান্স, জাপান, আয়ারল্যান্ড, ইটালি, মাদাগাস্কার, মরক্কো, পেরু, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, তিউনেশিয়া অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি খেলার মুহূর্তে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়।

নুরুজ্জামান লাকী ভাই কোচের দায়িত্ব নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন বাংলাদেশী দলটিকে নিয়ে। সহকারী কোচের দায়িত্বে আছেন জসিমউদ্দীন। অধিনায়কের দায়িত্বে পরান কৃষ্ণ সাহা ও ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন সেলিম ভাই। বৃহত্তর ঢাকা সমিতির পক্ষ থেকে প্রবাসে অবস্থানরত সব বাংলাদেশী ভাইবোনদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়ালে আগামীতে আরো বেশি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে। ছবিতে ইটালিয়ান বিশ্বকাপ ফুটবলে প্রবাসী বাংলাদেশী ফুটবল দলের সঙ্গে কোচ, সহকারী কোচ, অধিনায়ক ও ম্যানেজারকে দেখা যাচ্ছে।

জসীম উদ্দীন, রোম, ইটালি

ম | ক্কা

ইকোনমিক সিটি

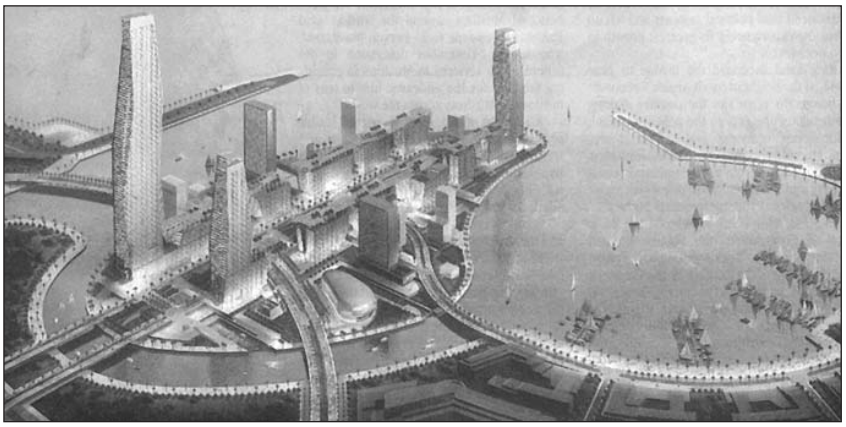

কিং আবদুল্লাহ ইকোনমিক সিটি

বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ তেল উত্তোলনকারী দেশ সৌদি আরব গত ১১ ডিসেম্বর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আনুষ্ঠানিক সদস্য পদ লাভ করে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পুনর্গঠন, বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই তাদের এই পদ লাভ।

আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ প্রাপ্তির পরপরই সৌদি আরবের কিং আবদুল্লাহ ইকোনমিক সিটি নামের একটি নতুন শহর স্থাপনের ঘোষণা দেন।

লোহিত সাগর উপকূলীয় শিল্পনগরী রেবাঘ ও দেশের বৃহৎতম সমুদ্রবন্দর জেদ্দার কাছে গড়ে তোলা হবে।

সৌদি আরবের বিন লাদেন কনস্ট্রাকশন কোম্পানিসহ সৌদি আরব ও আমিরাতের যৌথ পরিচালিত কোম্পানি এমার এ প্রকল্পের প্রধান বিনিয়োগকারী। সৌদি অ্যারাবিয়ান জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট অথরিটি (সাজিয়া) এ প্রকল্পে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করবে। আর এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫ লাখ লোকের নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

এ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১০০ বিলিয়ন সৌদি রিয়াল। (২৬.৬ বিলিয়ান ডলার)। প্রকল্পের জন্য সাড়ে ৫ কোটি বর্গমিটার ভূমি ও ৩৫ কিলোমিটার সমুদ্র সৈকত বরাদ্দ দিয়েছে সৌদি সরকার। আর এতে থাকবে একটি নতুন বন্দরসহ বাণিজ্যিক পার্ক, ফিন্যানসিয়াল জেলা, ৩ হাজার ৫০০ আবাসিক প্লট, হোটেল এবং গলফ কোর্স।

এ ছাড়াও প্রতি বছর হজে আসা প্রায় ৫ লাখ হজযাত্রী অবতরণের সুব্যবস্থা থাকবে এতে। আর নতুন এই বন্দরটি হবে বর্তমান বিশ্বের অন্য ৮-১০টি বড় বন্দরের সমান।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হওয়ার সঙ্গে এ নগরী গড়ে তোলার সম্পর্ক মোটেও সমকালীন নয় বলে জানালেন প্রকল্পের সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালনকারী সংস্থা সৌদি অ্যারাবিয়ান জেনারেল ইনভেস্টমেন্ট অথরিটির গভর্নর ওমর আল-দাবাঘ।

আসলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা দেখাতে চাই যে, সৌদি আরব অর্থনৈতিক রূপান্তরের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য একটি স্থিতিশীল সমৃদ্ধির পথ সুগম করতে বদ্ধপরিকর।

জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু
মক্কা, সৌদি আরব

সা | ই | পা | ন

প্রেম সংঘাত এবং অন্যান্য

প্রবাস মানেই আনন্দ, বুকভরা আশা, ভবিষ্যৎ, হাসি-দুঃখ, বেদনা, শঙ্খনীল কারাগার। সোনার হরিণ ধরার আশায় ভিটে-মাটি, গরু-ছাগল বিক্রি করে বিদায় বেলায় সবাইকে কাদিয়ে চলে আসি প্রবাসে। এসে দেখি সব স্বপ্ন। কিছু লোক ছাড়া প্রায় সব লোকেরই থাকে দুঃখ-বেদনা-হতাশা। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ফিরে যাওয়ার রাস্তা থাকে বন্ধ। শত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে চলে প্রবাস জীবন। মনে পড়ে ভাতের থালায় চুল পড়লে মায়ের সঙ্গে রাগ করে কত দিন ভাত খেতাম না। আর প্রবাসে নিজে ভাত রেঁধে খেতে হয়। আবার অনেকেই প্রবাসী মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে হয়েছে নিঃস্ব। তারই একজন আমার সহপাঠী হিরণ মিয়া বাড়ি কাপাশিয়া, গাজীপুর। আমরা কাজ করি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে। এক জায়গায় কাজ করতে গিয়ে পরিচয় হয় চাইনিজ মেয়ে মেহুয়ার সঙ্গে। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। পরিচয় থেকে প্রেম। মেয়েটি প্রায়ই হিরণের বাসায় রাত কাটায়। কিছুদিন পর একই জায়গায় কাজ করা চীনা যুবক এসে বলে, মেহুয়া তার বউ। কিন্তু মেহুয়া তা অস্বীকার করে। অফিসের কোরিয়ান বসেরা এসে চীনা যুবকের পক্ষ নেয়। কিন্তু মেহুয়া চায় হিরণকে। কারণ, হিরণ যা রোজগার করে তার সিংহভাগ চলে যায় মেহুয়ার পেছনে। উল্লেখ্য, সাইপানে প্রায় অনেকেই মেয়ে বন্ধু নিয়ে থাকে প্রকাশ্যে। সাইপান একটি দ্বীপ প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত। এখানে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েরা নিজের ইচ্ছামতো বেছে নেয় জীবনসঙ্গী। বাধানিষেধ নেই। প্রায় দিনই চীনা যুবক ও মেহুয়ার কথাকাটাকাটি চলে। একদিন কাজের সময় মারামারি হলে মেহুয়া দৌড়ে এসে হিরণের কাছে বলে। হিরণ পুলিশকে ফোন করে। পুলিশ এসে মেহুয়ার কথায় চীনা যুবককে ধরে নিয়ে গেল। বাঙালি মাত্র ৫ জন, চাইনিজ ২০০ জন এবং কুরিয়ান হিরণের বিপক্ষে চলে গেল। কিন্তু এদের প্রেম একে অপরকে ছাড়া চলে না। এর দুই দিন পর দেয়ালে এবং দোকানে দুই দলের প্রেমের কাহিনী ছাপা হলো। কে পোস্টার লাগিয়েছে বলতে পারল না। ছেলে থানা থেকে বের হয়ে ছুরি নিয়ে ঘোরে। হিরণ ছুরি নিয়ে ঘোরে তাকে মারার জন্য। কিন্তু সাইপান ইউএসএ আইন মানে। মুখে যাই বলুক, আঘাত করলে জেলে যেতে হবে। অনেক চাইনিজ মেহুয়াকে গার্ড দিয়ে রেখেছে যেন হিরণের কাছে যেতে না পারে। কিন্তু প্রবল জোয়ারের জল কি বাঁধ দিয়ে রাখা যায়? সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে হিরণের কাছে ছুটে যায় মহুয়া। কোম্পানি ঝগড়া-মারামারি পছন্দ করে না। তাই হিরণের চাকরি চলে গেল। হিরণের চাকরি চলে গেলে মহুয়া তাকে ত্যাগ করে। ভালোবাসা সত্যি বিচিত্র।

Sk Sarker
PMB 504 130 x 1001
Saipan Mp 96950, USA
sarker68yahoo.com

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবনযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। লেখার সঙ্গে ছবি দিন। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।
লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.
probash@shaptahik2000.com

ব্ল্যা | ক | ফ | রে | স্ট

মেয়েটির জীবন অন্য রকম

ব্ল্যাক ফরেস্টের Freudenstadt শহরের কেন্দ্রীয় শাখা জার্মান গ্রিন পার্টির (সবুজ দল) একটি অনুষ্ঠানে বিয়াংকা হারানগোজা এবং ওঁর স্বামী গেজা হারান গোজার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। আমরা তিনজনই এই কেন্দ্রের সদস্য। হঠাৎ অনেকদিন পর গত পরশু বিয়াংকার সঙ্গে আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে দেখা। সে বলল তারা বাসা চেঞ্জ করেছে। আমার বাসা থেকে বেশি দূরে নয় তাদের বাসা। আমাকে বাসায় কফি পানের আমন্ত্রণ করলো বিয়াংকা। আমি আনন্দের সঙ্গে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম এবং গেলাম তার বাসায়। অনেক বিষয় নিয়ে কথা হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা থেকে শুরু করে বর্তমান পৃথিবীর অবস্থা সম্বন্ধে। তার প্রশ্ন যুদ্ধ কেন হয়? আদৌ কি এই পৃথিবীতে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন আছে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার বাবা যে কোথায় হারিয়ে গেছে তার খোঁজ আজও পাওয়া যায়নি। অনেক খুঁজেছে কিন্তু কোথাও তাকে কেউ খুঁজে পায়নি। বাবা ছিলেন ডেনমার্কের অধিবাসী। যুদ্ধের সময় বিয়াংকার মা পূর্ণ গর্ভবতী। বাবার নিখোঁজ হবার পরই ভূমিষ্ঠ হয় বিয়াংকা। বাবাকে সরাসরি নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য হয়নি কখনো। সে অবশ্য ছবিতে তার বাবাকে দেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন সমস্ত ইউরোপ ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এই দুটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল তখন বিয়াংকার মা তাকে নিয়ে পোল্যান্ডের ডানজিগ থেকে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির Koblenz শহরে চলে আসে। এ শহরেই বড় হয়ে ওঠে বিয়াংকা। অফিসিয়াল জব অর্থাৎ সেক্রেটারির পেশা সে গ্রহণ করে। ২০ বছর যখন তার বয়স তখন সে প্রথম বিয়ে করে। বিয়ের তিন বছর পরেই এক দুর্ঘটনায় স্বামী মারা যায়। স্বামীর এ অকাল মৃত্যু তাকে করে তুলে ক্ষত-বিক্ষত। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'যুদ্ধের এমন ভয়াবহতার অভিজ্ঞতা কি আমার জীবনেও আছে?' আমি বললাম, '১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথা। যুদ্ধের কারণে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান চলে আসতে হয়েছিল সবকিছু ফেলে। ভাগ্যিস মুক্তিযুদ্ধে আমার আপনজন কাউকে হারাতে হয়নি। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যেসব নারী লাঞ্ছিত অপমানিত ও ধর্ষিতা হয়েছেন, যারা স্বামী সন্তান, মাতা-পিতা ও ঘনিষ্ঠজনকে হারিয়েছেন যুদ্ধে, তাদের জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হয়। বললাম বিয়াংকাকে। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়ে অকালে স্বামীর মৃত্যুতে সে খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছিল। জীবনের এই করুণ ট্র্যাজেডি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখার ব্যাপারে বিয়াংকাকে করে তুলেছিল নিরুৎসাহিত। ড্রইংরুমের দেয়ালে এবং করিডরে লক্ষ্য করলাম, বিয়াংকার শাশুড়ির হাতের আঁকা তৈলচিত্র এবং তাদের শিল্পী বন্ধুদের কাছ থেকে ক্রয় করা কিছু জল রঙ এবং পেন্সিলের আঁকা ছবি। আর আছে ড্রইংরুমে এবং বেডরুমে প্রচুর বইয়ের সংগ্রহ। যা আমাকে আকৃষ্ট করেছে বিয়াংকার প্রতি।

Taslima Khanam
Freudenstadt, Schwarzwald, Black Forest, Germany

কাজী রকিবুল

মি | লা | ন

রোম দূতাবাসকে বলছি...

প্রচুর পরিমাণে বাংলাদেশী অবৈধভাবে অবস্থান করছেন। এ বছরের যেকোনো সময় ইটালিতে বৈধ হওয়ার ঘোষণা দেয়াকে সামনে রেখে এখানকার নবাগত বাঙালিরা অজানা অতঙ্কে ভুগছেন। কারণ একটাই, সেটা হলো আগে রোম দূতাবাসে দিনে দিনে পাসপোর্ট আনা যেতো। সে ক্ষেত্রে চার্জ একটু বেশি হলেও চিন্তার কোনো ব্যাপার ছিলো না। বর্তমানে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে (সেটা জরুরি/ সাধারণ/ অতি জরুরি) তিন থেকে পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হয়। রোম দূতাবসে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে প্রার্থীকে বলে দেয়া হয় তিন মাস পর যোগাযোগ করতে। আগে রোম দূতাবাস থেকেই সরাসরি ইনকোয়ারি করা হতো। বর্তমানে রোম দূতাবাসে আবেদনকারীর সমস্ত কিছু দেশের প্রচলিত নিয়মে বাংলাদেশের ঘরে পাসপোর্ট অফিসের লোকজন গিয়ে খবরাখবর নেন, নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন করেন, যেগুলোর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই বা থাকার কথা নয়। যেমন আমার পরিচিত এক ছেলের ঢাকার বাসায় পাসপোর্ট অফিসের দু'জন (এর মধ্যে একজন বোরকা পরা মহিলা, অন্যজন নামাজি সম্প্রদায়ের ভদ্র কিছিমের লোক) গিয়ে আবেদনকারীর অভিভাবকদের প্রশ্ন করছেন, আপনার ছেলে কোন কোন দেশ হয়ে কীভাবে কতো দিনে ইটালি পর্যন্ত গেছে সেসবের ডকুমেন্ট আমাদের লাগবে- এ রকম আরো জ্ঞানগর্ভ প্রশ্নাবলী। শেষে পাঁচ হাজার থেকে দুই হাজারে দফারফা। টাকা নিয়ে (এর মধ্যে আপ্যায়ন পর্ব শেষ) যাওয়ার সময় নামাজি সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকটি অভিভাবকদের বলেন, এখন তো আপনাদের আর চিন্তা নেই। ইটালির ইউরো আসবে আর আপনারা গুনবেন এক টাকায় (ইউরো) আশি টাকা। এই যদি পাসপোর্ট পাওয়ার প্রক্রিয়া হয়, তবে যারা বর্তমানে এখানে আছেন বা সামনে যারা আসবেন তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পাসপোর্ট হাতে পাওয়া একান্তই জরুরি। তিন মাস বা চার মাস বা পাঁচ মাস অপেক্ষা করলে তাদের সমূহ ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। জোরালোভাবে শোনা যাচ্ছে, মার্চের আগে বা পরে যেকোনো সময় বৈধ করে নেয়ার তাৎক্ষণিক ঘোষণা আসতে পারে। আর এ ঘোষণা করে তা অতি স্বল্পকালের জন্য দেয়া হতে পারে।

সে ক্ষেত্রে পাসপোর্ট প্রাপ্তির বেলায় এ বিলম্ব প্রক্রিয়া শিথিল করলে সবার জন্য ভালো হয়। রোম দূতাবাসের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাসহ সব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্তরিকভাবে বিদেশীদের সেবাদান করে যাচ্ছেন এ কথা সবাই স্বীকার করেন। তাদের সেবাদান প্রক্রিয়া সামনে আরো গতিশীল হবে এ প্রত্যাশা সবার।

মাহবুব রেজা
মিলান, ইটালি
athairidha15@yahoo.com